ডিমান্ড প্রমিসারি নোট (লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর ....)

টাকা………..………./- **তারিখ**: …………...

দাবিমাত্র, আমি ……..……… 1956 সালের কোম্পানি আইনের অধীনে নথিবদ্ধ সংস্থা ইউনিমনি-কে বা তার …………………. দফতর বা শাখাকে ………………….. টাকা এই তারিখ থেকে ….% হারে বার্ষিক সুদ-সহ মাসিক/ত্রৈমাসিক/বার্ষিক কিস্তিতে ফেরত দেব। কোনও ক্ষেত্রে সময়মতো কিস্তি প্রদানে বিচ্যুত হলে প্রাপ্ত ঋণমূল্যের পরিমাণ চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পাবে।

১ টাকার
রেভিনিউ
স্ট্যাম্প

নাম ও স্বাক্ষর .... **স্ট্যাম্পের উপরে আড়াআড়ি স্বাক্ষর**

নিয়ম ও শর্তাবলী

১. ঋণগ্রহীতার তরফে উপরে প্রদত্ত ডিমান্ড প্রমিসারি নোটে ঋণের নির্দিষ্ট সুদের হার বাঁধা থাকবে। কোম্পানির তরফ আনুষাঙ্গিক খরচগুলি নির্দিষ্ট করে ঋণগ্রহীতাকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর জানানো হবে। এ ক্ষেত্রে এক বছরের হিসেব ধরা হবে **360** দিনে।

২. এই ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য কৃষিকার্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। সংস্থা **22** ক্যারাটের নিরিখে গয়নার শুদ্ধতা ও মান বিচার করবে। গয়নার শুদ্ধতার মান **22** ক্যারাট অপেক্ষা কম হলে তাকে **22** ক্যারাটের মানে রূপান্তরিত করে প্রতি গ্রামের মূল্য নির্ধারণ করা হবে এবং ঋণের পরিমাণ কোনওভাবেই সোনার মূল্যের **75** শতাংশের বেশি হবে না। ঋণের পরিমাণ, সোনার ওজন ও প্রতি গ্রামের দর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গাইডলাইন অনুসরণ করে নির্ধারিত হবে এবং সেটাই চূড়ান্ত। ঋণগ্রহীতা যে স্কিম বেছে নেবেন- তার ভিত্তিতে ঋণের টাকা জমা পড়ার দিন থেকে শুরু করে **3** মাস থেকে **36** মাস পর্যন্ত ঋণের মেয়াদ নির্ধারিত হবে। স্কিমের নিজস্ব শর্তাবলীর পাশাপাশি ঋণগ্রহীতা সাধারণ শর্তাবলীও মানতে বাধ্য থাকবেন।

৩. যদি ঋণপ্রদানকারী কোম্পানি ঋণগ্রহীতা সম্পর্কে এমন তথ্য পায়- যা থেকে সন্দেহ হতে পারে ঋণগ্রহীতার ঋণের সুদ বা ঋণ নেওয়া অর্থ ফেরত না দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তা হলে যে কোনও সময়ে, উপযুক্ত কারণ দর্শিয়ে, ঋণের সমস্ত বকেয়া টাকা ফিরিয়ে নেওয়া বা টাকা ফেরত দেওয়ার মেয়াদ দ্রুততর করার অধিকার কোম্পানির রয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করতে না পারেন সে ক্ষেত্রে গয়না নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হবে।

৪. ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করার সময়ে ঋণ গ্রহণকালে প্রদত্ত গোল্ড লোন-এর আসল রসিদটি বাধ্যতামূলকভাবে নির্দিষ্ট শাখায় ফেরত দিতে হবে। তা না দিলে গয়না ফেরত দেওয়া হবে না। যদি কোনওভাবে আসল রসিদ হারিয়ে গিয়ে থাকে ঋণগ্রহীতাকে অবিলম্বে তা লিখিতভাবে কোম্পানিকে জানাতে হবে। সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার পরে শুধুমাত্র ঋণগ্রহীতা নিজে বা তাঁর নিযুক্ত প্রতিনিধি শাখায় আসল লোন রিসিট জমা দিয়ে গয়না ফেরত নিতে পারবেন।

৫. কোম্পানি সব রকমের পেমেন্ট ও রিসিটের বদলে শুধুমাত্র কম্পিউটারাইজড রিসিট প্রদান করে। কোনও ধরণের পেমেন্ট ও রিসিটের ক্ষেত্রেই হাতে লেখা রিসিট দেওয়া হয় না। যদি শাখার বাইরে ঋণের অর্থ হস্তান্তরিত হয়, সে ক্ষেত্রে পেমেন্ট নিশ্চিতকরণ এসএমএস অবিলম্বে ঋণগ্রহীতার নথিভুক্ত মোবাইল নম্বরে পাঠানো হয়।

৬. সুদের হারে পরিবর্তন করা বা ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্টে অন্য কোনও নতুন চার্জ বা মাশুল আরোপ করার (সম্ভাব্যভাবে প্রযোজ্য) অধিকার কোম্পানি কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে। **সেই বিষয়টি ঋণগ্রহীতাকে ঋণ গ্রহণকালে প্রদত্ত ইমেল ও মোবাইল নম্বরে মেল করে বা এসএমএস করে আগে**

থেকে জানানো হবে (তিনি যে ভাষা জানেন সেই ভাষায়)। যদি বার্তাটি পাঠানোর 7 দিনের মধ্যে আপত্তি দর্শানো না হয়- তবে সেই বার্তা প্রাপ্ত, স্বীকৃত ও সম্মত হিসেবে ধরে নেওয়া হবে। ঋণগ্রহীতার ফোন নম্বর/ইমেল আইডি/ঠিকানায় কোনও বদল ঘটলে তা লিখিতভাবে কোম্পানিকে জানাতে হবে। অন্যথায় বার্তা না পৌঁছানোর দায় কোম্পানির উপরে বর্তাবে না।

৭. সুদের হার নির্ধারিত হবে ইউনিমনির সুদের হারের মডেল অনুসরণ করে, যেখানে তহবিল মূল্য, লেনদেন মূল্য, ঝুঁকির প্রিমিয়াম ও ইকুইটি থেকে ন্যূনতম প্রাপ্য রিটার্নের মতো বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করা হয়। আমরা ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণে সর্বাঙ্গীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলি যা ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে শ্রেণিবৈষম্য করে না বরং প্রতিটি ঋণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সুদের হার নির্ধারণ করে দেওয়া হয়।

৮. যদি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে ঋণগ্রহীতা সুদ-সহ ঋণের টাকা বা অন্যান্য প্রদেয় অর্থ শোধ করতে না পারেন তাহলে তিনি কোম্পানিকে বন্ধক রাখা গয়না বিক্রির অধিকার দেবেন। কোম্পানি ঋণগ্রহীতাকে রেজিস্টার্ড নোটিস পাঠিয়ে নিলামের আগে সব বকেয়া পরিশোধ করার অনুরোধ জানাবে। এরপর সেই কথা সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশিত হবে। প্রক্রিয়াটি সম্পাদন করবেন কোম্পানির স্বীকৃত প্রতিনিধিরা। যদি গয়না বিক্রির পরেও ঋণের টাকা পুরোপুরি শোধ না হয়, তা হলে নিলামের পরে সেই বাকি টাকার পরিমাণ ঋণগ্রহীতাকে মেটাতে হবে। তিনি সম্মত না হলে বকেয়া পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার কোম্পানির থাকবে। প্রতিটি রেজিস্টার্ড নোটিস পাঠানো বাবদ 50 টাকা করে খরচ বহন করবেন ঋণগ্রহীতা।

৯. কোম্পানি গয়না নিলামে তোলার আগে ঋণগ্রহীতাকে টাকা শোধের জন্য সাত দিনের সময় দেবে- যাকে পর্যাপ্ত সময় হিসেবে মেনে নিচ্ছেন ঋণগ্রহীতা। নিলামের বিষয়টি জনতাকে জানানো হবে অন্তত দু'টি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে। তার মধ্যে একটি সংবাদপত্র হবে স্থানীয় ভাষায় প্রকাশিত ও অপর সংবাদপত্রটি হতে হবে কোনও রাষ্ট্রীয় দৈনিক সংবাদপত্র।

১০. যতক্ষণ পর্যন্ত ঋণগ্রহীতার কাছে কোম্পানিকে প্রদত্ত ঋণের টাকার অংশ বকেয়া থাকবে ততক্ষণ কোম্পানি চাইবে ঋণগ্রহীতা যেন সর্বদা ঋণের অর্থের 25 শতাংশ গচ্ছিত রাখেন। এই সমান্তরাল আনুষাঙ্গিক অর্থ বা কোল্যাটেরালের মূল্য প্রাসঙ্গিক কোল্যাটেরালের বাজারদরের উপরে ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে। কোম্পানির দেওয়া দিন ও সময়ে মার্জিন/কোল্যাটেরাল হাজির রাখার ব্যাপারে ঋণগ্রহীতা সম্মত থাকছেন এবং মার্জিন/কোল্যাটেরাল জমা দেওয়ার মেয়াদ পার হয়ে গেলে কোম্পানি কোনওরকম টাকাই গ্রহণ করবে না।

১১. ৮ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখ থাকা বিষয়গুলির পরেও যদি মার্জিন ২০ শতাংশের নীচে চলে যায় তবে যে কোনও সময়ে, এমনকি ঋণের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেও প্রকাশ্য নিলাম করে বা ব্যক্তিগত ভাবে গয়না বিক্রি করে দেওয়ার অধিকার কোম্পানির থাকবে। কোম্পানি গয়না নিলামে তোলার আগে ঋণগ্রহীতাকে টাকা শোধের জন্য সাত দিনের সময় দেবে- যাকে পর্যাপ্ত সময় হিসেবে মেনে নিচ্ছেন ঋণগ্রহীতা।

১২. বন্ধক রাখা গয়নার উপরে একমাত্র ঋণগ্রহীতার দাবি থাকবে। অন্য কোনও ব্যক্তির ওই গয়নার উপরে কোনও রকমের দাবি বা স্বার্থ বা অধিকার থাকবে না এবং ঋণগ্রহীতার কাছে ওই গয়না বন্ধক দেওয়ার পূর্ণ অধিকার থাকতে হবে। গয়নার সত্ব নিয়ে কোনও রকমের ত্রুটি পাওয়া গেলে কোম্পানির সব ক্ষয়ক্ষতি ও পরিণতির ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন ঋণগ্রহীতা।

১৩. কোম্পানি আগাম/ঋণ নেওয়ার উদ্দেশে আপনার ঋণ ও বন্ধক রাখা গয়নার সব অধিকার অন্য কোনও ব্যক্তি/কোম্পানি/ব্যাঙ্ক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে হস্তান্তরিত করার অধিকার সংরক্ষিত রাখে এবং ঋণগ্রহীতা সেই সম্পর্কে অবহিত ও বিনা আপত্তিতে সম্মত থাকছেন।

১৪. ঋণগ্রহীতা এতদ্বারা কোম্পানিকে ঋণের বদলে জামিন হিসেবে বন্ধক রাখা গয়নার বিনিময়ে অন্য কোম্পানির সঙ্গে আর্থিক চুক্তি করা ও গয়না বন্ধক রাখার অনুমতি দিচ্ছেন এবং অপশন কনট্রাক্টের ভিত্তিতে আনুপাতিক প্রিমিয়াম প্রদানে সম্মত হচ্ছেন।

১৫. বন্ধক রাখা সব গয়না কোম্পানি বিমা করিয়ে রাখছে। অবশ্য গয়নার মান বা নির্মাণের কারণে কোনও লোকসান হলে কোম্পানি দায়ী থাকবে না। কিন্তু কোম্পানি বা তার কোনও কর্মীর গাফিলতিতে কোনও ধরণের ক্ষতি হলে কোম্পানি তার সম্পূর্ণ দায় নেবে।

১৬. যতদিনের জন্য ঋণ মঞ্জুর হয়েছে তার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ঋণের টাকা ফেরত চাওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার কোম্পানির থাকবে যদি কোম্পানি মনে করে প্রকৃত তথ্য গোপন করে ঋণটি নেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে কোম্পানি অবিলম্বে ঋণগ্রহীতাকে সুদ-সহ ঋণের টাকা সম্পূর্ণ ফেরত দিয়ে বন্ধক রাখা সোনা ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি জানাবে।

১৭. ঋণগ্রহীত ঋণের বিশদ বিবরণ-সহ সমস্ত শর্তাবলীতে সম্মতি দিচ্ছেন এবং শর্তাবলীর খেলাপ হলে বা কোনও বিচ্যুতির ক্ষেত্রে: ইউনিমনির আদালত বা অন্য কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিকারের জন্য দ্বারস্থ হতে পারবে।

১৮. ঋণগ্রহীতা ক) ঋণ মঞ্জুর ও পরিশোধ করার ক্ষেত্রে আবেদনপত্রের জন্য খ) সুদ-সহ ঋণের টাকা আদায় করা বা পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে গ) ঋণ সুরক্ষার ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে ঘ) ঋণ সুরক্ষা ও জামিন বাবদ সব বকেয়া কর বা অন্যান্য বকেয়া সরকারি মাশুল শোধ করার ক্ষেত্রে সব ধরণের প্রশাসনিক খরচ, সুদের উপরে কর, পরিষেবা কর শুল্ক (স্ট্যাম্প শুল্ক-সহ), জিএসটি ও অন্যান্য কর (সময় বিশেষে সরকার বা তদনুরূপ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত যে কোনও ধরণের কর) ও অন্যান্য সমস্ত ধরণের খরচ প্রদান, বহন বা পরিশোধ করবেন।

১৯. পরিশোধ সময়াতীত সব প্রধান বকেয়া অর্থের উপরে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আরোপিত হবে। বিলম্ব বাবদ প্রদেয় জরিমানার সুদের হার যে কোনও সময় বদলানো বা সংশোধন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ অধিকার কোম্পানির হাতে সংরক্ষিত থাকছে।

২০. ঋণগ্রহীতা তার যে কোনও প্রাপ্ত বা গ্রহণ করতে চলা ধার বা ঋণের তথ্য আইনি বা অন্য কোনও নিয়ামক প্রয়োজনের সাপেক্ষে কোম্পানির সহযোগী যে কোনও সংস্থা বা ক্রেডিট ব্যুরো, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি, ব্যাঙ্ক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক বাদে অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, তথ্য ব্যাঙ্ক বা অন্য কোনও সরকারি বা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা বা দফতরের সঙ্গে পূর্ণ বা আংশিকভাবে ভাগ করে নেওয়ার জন্য কোম্পানিকে অধিকার প্রদান করছেন।

২১. সব ধরণের যোগাযোগের জন্য আবেদনপত্রে উল্লেখিত ঠিকানাই গ্রাহ্য হবে। ঠিকানায় কোনও বদল ঘটলে লিখিতভাবে জানাতে হবে ও তা কোম্পানি দ্বারা স্বীকৃত হতে হবে।

২২. কোম্পানি ঋণগ্রহীতাদের সঙ্গে চিঠি/কুরিয়ার/রেজিস্টার্ড এ.ডি/ইমেল/টেলিকমিউনিকেশন/এসএমএস-এর মতো এক বা একাধিক মাধ্যমে যোগাযোগ করবে। ঋণগ্রহীতা সম্মত হবেন যে যখনই কোম্পানি এমন কোনও মাধ্যমে যোগাযোগ করবে তাকে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক প্রাপ্ত ও সম্পূর্ণ বলে ধরে নেওয়া হবে এবং ঋণগ্রহীতা কখনও বিলম্বিত প্রাপ্তি, ঠিকানা বদলের

ফলে বা ফোন নম্বর পরিবর্তনের ফলে অপ্রাপ্তি বা অন্য কোনও যুক্তিতে সেই যোগাযোগকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবেন না।

২৩. ঋণগ্রহীতা নিশ্চিত করছেন যে এই ঋণ থেকে প্রাপ্ত অর্থ খনিজ সোনা, সোনার বাট, সোনার গয়না, সোনার কয়েন, গোল্ড এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (ইটিএফ)-এর ইউনিট ও গোল্ড মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট কেনার জন্য ব্যবহার করা হবে না।

২৪. ঋণগ্রহীতা নিশ্চিত করছেন সুদের টাকা পরিশোধের কথা স্মরণ করিয়ে বা কোম্পানির অন্য কোনও সামগ্রীর বিষয়ে জানাতে এসএমএস বা কল পেতে কোনও আপত্তি নেই।

২৫. ঋণগ্রহীতা এ বিষয়ে সচেতন যে কোম্পানি ব্যাঙ্ক বা অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে টাকা ধার দেওয়ার উদ্দেশে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করেছে। যদি কোম্পানি স্পষ্টত অনুমোদন দেয়, সেই ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা সরাসরি ওই ব্যাঙ্কে বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তাদের তরফে প্রাপ্ত নোটিশের ভিত্তিতে বকেয়া পরিশোধ করবে এবং সেই পরিশোধ ঋণগ্রহীতার তরফে কোম্পানির প্রাপ্য বকেয়া থেকে কর্তন হবে।

২৬. ঋণ মঞ্জুর করার মাধ্যমে কোম্পানি নিশ্চিত করে না বা স্বীকার করে না যে বন্ধক রাখা গয়নাগুলির শুদ্ধতা 22 ক্যারেটের। কোম্পানির নিজের পছন্দমতো পদ্ধতিতে গয়নার শুদ্ধতা যাচাই করার অধিকার থাকে এবং যদি কখনও কোম্পানি জানতে পারে যে বন্ধক রাখা গয়নার শুদ্ধতা নিম্নমানের বা গয়নাগুলি ঝুটো প্রকৃতির, তখন ঋণগ্রহীতা কোম্পানির সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে এবং অবিলম্বে ঋণের টাকা ও সুদের টাকা পরিশোধ করতে তথা কোম্পানির যদি কোনও লোকসান হয়ে থাকে- তা পূরণ করতে বাধ্য থাকবে। তা না করলে ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ করে ক্ষতিপূরণ আদায় করার অধিকার থাকবে কোম্পানির।

২৭. ঋণগ্রহীতা উপস্থিত থেকে নিশ্চিত করছেন যে ঋণ নেওয়ার সময় তাঁকে তাঁর বোধগম্য ভাষায় ঋণ সংক্রান্ত নথিপত্র ও অন্যান্য সব নথিপত্র পড়ে শোনানো ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২৮. ঋণগ্রহীতা নিশ্চিত করছেন যে তিনি উল্লেখিত ঋণের শর্তাবলীর একটি প্রতিলিপি পেয়েছেন।

২৯. আমি এতদ্বারা সম্মতি জানাচ্ছি যে ইউনিমনি এই ঋণপত্রের নিয়ম ও শর্তাবলী প্রয়োজনমতো পরিমার্জন করতে পারবে এবং সেই মতো আমায় তা জানিয়ে দেবে।

৩০. ঋণগ্রহীতা যদি মেয়াদের আগে ঋণ শোধ করে দেন তাহলে তাঁকে মূল বকেয়া টাকার উপরে 0.25% মাশুল দিতে হবে।

৩১. ঋণগ্রহীতা এতদ্বারা সম্মতি দিচ্ছেন যে কোম্পানি তাঁর নেওয়া ঋণের বিষয়ে যে কোনও তথ্য ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এবং/বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অথবা অন্য কোনও বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত সংস্থাকে দিতে পারবে। ঋণগ্রহীতা অবহিত থাকছেন যে সেই তথ্যাদি ওই সংস্থাগুলি তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারে।

৩২. ঋণ সংক্রান্ত কোনও জটিলতার ক্ষেত্রে বিষয়টি দ্য আরবিট্রেশন এ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট, 1996- অনুযায়ী কোম্পানি নিযুক্ত একমাত্র সালিশীর কাছে পাঠানো হবে। বিবাদ নিষ্পত্তিস্থল হবে এর্নাকুলাম। এই লেনদেন একান্তভাবেই এর্নাকুলামের আদালতগুলির এখতিয়ারভুক্ত হবে।

৩৩. প্রধান মেয়াদ সম্পন্ন করা ঋণ সম্পূর্ণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত 11.88% হারে দণ্ডনীয় সুদ লাগু হবে।

৩৪. ঋণ পরিশোধ করার নির্দিষ্ট তারিখ পার হওয়ার পর থেকে সব অনাদায়ী ঋণগ্রাহকের উপরে বার্ষিক 3.6% হারে দণ্ডনীয় সুদ লাগু হবে।

৩৫. আমি ঋণের সব নিয়ম ও শর্তাবলী সম্পূর্ণ পড়েছি এবং বুঝেছি এবং সম্মত হয়েছি এবং তার প্রতিলিপি আমায় দেওয়া হয়েছে। আমি ঘোষণা করছি উপরের গয়নাগুলি আমার নিজস্ব। গয়নায় যদি কোনও পাথর বসানো থাকে তার কোনও বাজারদর নেই। আমি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে সুদ-সহ ঋণের টাকা পরিশোধ করতে সম্মত হলাম। উপরোক্ত সব নিয়ম ও শর্তাবলী আমায় বোঝানো হয়েছে এবং আমি তাতে সম্মত হয়েছি।

৩৬. ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ফেয়ার প্রাকটিস কোড কোম্পানির ওয়েবসাইট www.unimoni.in-এ উপলব্ধ।

স্থান: .... ঋণগ্রহীতার স্বাক্ষর: ....

তারিখ: ....